بسم الله الرحمن الرحيم

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

Revised Edition, Apr 2025

مكتبة الفرقان

يوما مع خاتم الأنبياء ٣٦٥
—এর অনুবাদ

সারাবছর, প্রতিদিন নবীজীর গল্প

নূরদান দামলা

◆

অনুবাদ
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

সম্পাদনা
মাওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহিল কাইয়ুম

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সারাবছর, প্রতিদিন নবীজীর গল্প

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১-২০২২ **মাকতাবাতুল ফুরকান**

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
তৃতীয় সংস্করণ ও প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪৬ / এপ্রিল ২০২৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪৩ / জানুয়ারী ২০২২
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২ / ফেব্রুয়ারী ২০২১
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94929-5-5

মূল্য : ৳ ৭০০.০০ (সাত শত টাকা মাত্র)

USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-ইতিহাস নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। মুসলিম গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র, বরকতময় ও আদর্শ জীবনকে মানুষের শিক্ষার জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে শিশু-কিশোরও আছে। এরকমই এক প্রচেষ্টার ফসল *সারাবছর, প্রতিদিন—নবীজীর গল্প*। এতে বছরের প্রতিটি দিনের জন্য একটি করে গল্প লেখা হয়েছে এবং এভাবে তার পুরো জীবনকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এদেশে শিশু-কিশোরদের জন্য ইসলামী বইয়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি কাজ হয়নি। তবে আশার কথা, বিষয়টি এখন অনেক প্রকাশনীই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। ইতোমধ্যে *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকেও এ বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; *সারাবছর, প্রতিদিন—সাহাবীদের গল্প*, *দুআ যদি পেতে চাও*, *দানে বাড়ে ধন* এবং *সাহাবীদের ইসলাম গ্রহণের গল্প*, *ছোটদের জায়নামায* ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে—তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন, সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৬ জুমাদাল উখরা ১৪৪২ / ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

কিছু কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

কেমন আছ কিশোর-বন্ধুরা?

গল্পের বই পড়তে নিশ্চয়ই খুব মজা লাগে। ঘরে গল্পের বইয়ের ছড়াছড়ি—তাই না? আব্বু-আম্মুকে প্রায়ই জ্বালাতন করো নতুন নতুন গল্পের বই কিনে দিতে। তারা সময় পেলেই লাইব্রেরী থেকে কিনে আনেন রঙ-বেরঙের মজাদার সব বই। ওসব বই হাতে পেলে তোমার যেন আর কিচ্ছু দরকার হয় না। ক্লাসের পড়া শেষ করেই বসে যাও গল্পের বই নিয়ে। তখন আর অন্য কিছুতেই মন টানে না।

মজাদার চকলেট মুখে দিলে ফুরিয়ে যায় নিমিষেই। এজন্য একটু একটু করে ধীরে ধীরে খেতে ইচ্ছে করে। মজাদার গল্পের বইও তেমন। দ্রুত পড়ে শেষ করে ফেললে স্বাদ মেটে না। তাই *সারাবছর, প্রতিদিন—নবীজীর গল্প* বইটি তোমাদের জন্য ৩৬৫ টি গল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রথমে পুরো বইটি ধীরে ধীরে পড়ে শেষ করো একবার। এরপর একটি একটি করে গল্প পড়ো প্রতিদিন। এভাবে ৩৬৫ দিন বা এক বছরে পড়ে শেষ করো পুরো বই। আব্বু-আম্মুকে পড়ে শোনাও। মজার গল্পগুলো শোনাও ছোটো ভাই-বোনদের। বন্ধুদের গল্পের আসরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারো প্রিয় নবীজীর মুগ্ধকর এই গল্পগুলো শুনিয়ে!

আচ্ছা বন্ধু, বলতে পারবে—তোমার পড়া শ্রেষ্ঠ গল্পের বই কোনটি? দেশ-বিদেশের জগৎবিখ্যাত মনীষীদের গল্পের বই নিশ্চয় অনেক পড়েছ। এগুলোর মধ্যে তোমার পড়া শ্রেষ্ঠ গল্পের বই কোনটি, বলতে পারবে?

উত্তরটা একটু কঠিন। তবে তোমার হাতের গল্পের বইটি পড়ার পর যে কেউ জিজ্ঞেস করলে সহজে বলতে পারবে, *সারাবছর, প্রতিদিন—নবীজীর গল্প* আমার পড়া শ্রেষ্ঠ গল্পের বই!

যদি বিশ্বাস না হয়, তবে পুরো বইটা একবার পড়েই দেখো!!

হামদুল্লাহ লাবীব
ঢাকা

সূচিপত্র

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
১	তিনি আসবেন আমাদের পৃথিবীতে/১৩
২	কাবা শরীফ, পৃথিবীর রত্ন/১৪
৩	কাবার মালিক/১৬
৪	ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি/১৮
৫	পৃথিবীর আনন্দ/১৮
৬	নবীজীর জন্ম/১৯
৭	হালিমা সাদিয়া, নবীজীর দুধ-মা/২০
৮	যে শিশুটি বরকত নিয়ে এলো/২২
৯	হালীমার ঘর/২৩
১০	হালীমার বকরী/২৪
১১	ধাইমার আনন্দ/২৪
১২	মেঘের ছায়া/২৬
১৩	সাদা জামা পরা দুজন ব্যক্তি/২৭
১৪	মায়ের সাথে/২৮
১৫	পিতার ভালোবাসা/২৯
১৬	দিনগুলো ভোলা যায় না/৩০
১৭	খুশির সংবাদ/৩০
১৮	মায়ের ইন্তেকাল/৩২
১৯	দাদার তত্ত্বাবধানে/৩৩
২০	দাদার দুআ/৩৩
২১	রাজা বাদশাহদের প্রশংসা/৩৫
২২	তিনি আর ফিরবেন না/৩৭
২৩	আবু তালিবের ঘরে/৩৮
২৪	নেমে এলো বৃষ্টি/৩৯
২৫	চাচার কাজে সহযোগিতা/৪১
২৬	মূর্তির স্পর্শ/৪২
২৭	যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে সাক্ষাৎ/৪২
২৮	মুহাম্মাদের অশ্রু/৪৩
২৯	প্রতীক্ষিত শিশু/৪৪
৩০	বাহিরার সৌভাগ্য/৪৬
৩১	হিদায়াত আল্লাহর হাতে/৪৭
৩২	বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ/৪৯
৩৩	মক্কার ফুল/৫০
৩৪	সাইয়িদা খাদীজার ব্যবসার দায়িত্বগ্রহণ/৫১
৩৫	নবী ওই গাছের নিচে/৫২
৩৬	মেঘের ছায়া/৫৩
৩৭	ফিরে এলো মাইসারা/৫৪
৩৮	সাইয়িদা খাদীজার সুপ্ত বাসনা/৫৫
৩৯	বিবাহ/৫৫
৪০	বিবাহ অনুষ্ঠান/৫৬
৪১	সুখী ঘরে ছয় শিশু/৫৮
৪২	কাসিম ও আবদুল্লাহর মৃত্যু/৫৯
৪৩	মুক্ত দাস যায়েদ/৫৯
৪৪	হারানো শিশুর সন্ধান/৬০
৪৫	যায়েদের খুশি/৬১
৪৬	মুহাম্মাদের ঘরে আলী/৬২
৪৭	হিলফুল ফুযুল/৬৩
৪৮	বিষধর সাপ ও ঈগল/৬৪
৪৯	জান্নাতী পাথর/৬৫
৫০	রাতের আঁধারে আলোর ঝলকানি/৬৭
৫১	সাইয়িদা খাদীজার অবস্থান/৬৯
৫২	শেষ হলো অপেক্ষার পালা/৭০
৫৩	আবার এলেন জিবরাঈল/৭১
৫৪	নামায শেখার আনন্দ/৭২
৫৫	আলী, প্রথম মুসলিম বালক/৭৩
৫৬	সৌভাগ্যবান দুই বালক/৭৪

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
৫৭	আবু বকর, খাঁটি ঈমানদার/৭৬
৫৮	আমাদের ধর্ম ইসলাম/৭৭
৫৯	বিলাল রা.-এর ইসলাম গ্রহণ/৭৮
৬০	দশ চাচা ছয় ফুফু/৮০
৬১	কুরাইশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ইসলামের ছায়াতলে/৮১
৬২	সুন্দর নাম/৮২
৬৩	ছোট্ট বকরীর দুধ দান/৮৩
৬৪	মুসলিমদের অভিবাদন/৮৪
৬৫	‘বিসমিল্লাহ’-এর সৌন্দর্য/৮৫
৬৬	প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত/৮৬
৬৭	নবীজী সাফা পাহাড়ে/৮৭
৬৮	সবচেয়ে ধৈর্যশীল নবী/৮৮
৬৯	ভালো মনের মানুষ নবীজী/৮৯
৭০	মূর্তির প্রতি আবু জাহেলের/৯০
৭১	ফাতিমার অশ্রু/৯১
৭২	আবু তলিবের কাছে অভিযোগ/৯২
৭৩	এটা কখনো হতে পারে না/৯৩
৭৪	তারা বলল, সে যাদুকর/৯৫
৭৫	কানে তুলা দিল লোকটি/৯৬
৭৬	নির্ভীক যোদ্ধা হামযা/৯৭
৭৭	কুরআনের আয়াতের সৌন্দর্য/৯৯
৭৮	সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে রূপান্তর/১০১
৭৯	জিবরাঈলের সংবাদ/১০২
৮০	সর্বদা ইনশাআল্লাহ বলো/১০৩
৮১	এ কাজটি উমর পারবে/১০৫
৮২	উমর ও তার বোন/১০৬
৮৩	উমরের ইসলাম গ্রহণ/১০৭
৮৪	নবীজী ও উমর/১০৮
৮৫	উমর আল-ফারূক/১০৯
৮৬	মুসলিমদের হিজরত/১১০
৮৭	ভালো বাদশাহ/১১১
৮৮	ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত/১১৩
৮৯	দু-টুকরো হয়ে গেল চাঁদ/১১৫
৯০	তোমরাও কি দেখেছ?/১১৬
৯১	বয়কট/১১৭
৯২	ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না/১১৯
৯৩	উইপোকা ও বয়কট/১২১
৯৪	আল্লাহর দ্বীন মুছে ফেলতে পারেনি/১২২
৯৫	কুস্তিগীর রুকানার ইসলাম গ্রহণ/১২৩
৯৬	নবীজীর প্রিয় চাচার ইন্তেকাল/১২৪
৯৭	সাইয়িদা খাদীজার মৃত্যু/১২৬
৯৮	মুশরিকদের নির্যাতন/১২৭
৯৯	তায়েফে নবীজী/১২৮
১০০	ক্রীতদাস আদ্দাসের খুশি/১৩০
১০১	নবীজীর কামনা/১৩১
১০২	ইসরা ও মিরাজের রাত/১৩২
১০৩	নবীজীর জবানে মিরাজের ঘটনা/১৩৩
১০৪	আবু বকর, বিশ্বস্ত সঙ্গী/১৩৪
১০৫	আল্লাহর শুকরিয়া/১৩৫
১০৬	নবী কোনোদিন আত্মসমর্পণ করেননি/১৩৬
১০৭	বাইআতে আকাবা/১৩৮
১০৮	মুসআব মদীনায়/১৩৯
১০৯	সুসংবাদ এলো মদীনা থেকে/১৪১
১১০	মক্কায় ভীতি/১৪২
১১১	মদীনায় হিজরত/১৪৩
১১২	উমরের হুংকার/১৪৪
১১৩	কুরাইশদের চক্রান্ত/১৪৫
১১৪	নবীজীর হিজরত/১৪৭
১১৫	নবীজীর মুক্তি/১৪৮
১১৬	প্রভাতের অপেক্ষা/১৫০
১১৭	মদীনার পথে নবীজী/১৫১
১১৮	আবু বকর রা.-এর সম্পদ/১৫১
১১৯	মুশরিকরা নবীজীর পিছু নিল/১৫২
১২০	গুহার ভেতর তিনদিন/১৫৩
১২১	বিদায় মক্কা/১৫৪
১২২	রাখাল বলে দিল/১৫৫

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
১২৩	সুরাকার ঘটনা/১৫৬
১২৪	দুধের ঝরনা/১৫৭
১২৫	প্রতিশ্রুতি পূরণ/১৫৮
১২৬	মদীনার পথে জনৈক বন্ধু/১৫৯
১২৭	মহান মেহমানের প্রথম বিশ্রাম/১৬০
১২৮	নবীজীর খোঁজে সালমান/১৬২
১২৯	সালমান অপেক্ষায় ছিল/১৬৪
১৩০	নবীজীর কাছে আলীর আগমন/১৬৫
১৩১	সুহাইবের ঘটনা/১৬৬
১৩২	কুবা পল্লিতে প্রথম মসজিদ/১৬৮
১৩৩	মহাখুশি/১৬৯
১৩৪	সেই দুটি দিন/১৭০
১৩৫	নবীজী কোথায় অবস্থান/১৭১
১৩৬	সাহল ও সুহাইল দুই ভাই/১৭২
১৩৭	আবু আইয়ুবের খুশি/১৭২
১৩৮	আবু আইয়ুবের ঘরে অলৌকিক ঘটনা/১৭৩
১৩৯	ইবনে সালামের খুশি/১৭৪
১৪০	ইহুদীদের মিথ্যাচার/১৭৫
১৪১	নবীজীর উত্তম চরিত্র/১৭৭
১৪২	সালমান ফারসীর স্বাধীনতা/১৭৯
১৪৩	মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব/১৮০
১৪৪	মাদীনা ও তায়্যিবা/১৮২
১৪৫	ভ্রাতৃত্ব; সংগ্রাম ও সুখী জীবন/১৮৩
১৪৬	মুসলিমদের সুখ/১৮৪
১৪৭	মক্কার চিঠি/১৮৫
১৪৮	সাহল ও সুহাইলের খুশি/১৮৬
১৪৯	খেজুর গাছের কাণ্ডের কান্না/১৮৭
১৫০	প্রথম আযান/১৮৮
১৫১	মদীনায় নবীজীর পরিবার/১৯১
১৫২	আয়েশার সাথে নবীজীর বিবাহ/১৯২
১৫৩	সুফ্ফার অধিবাসী/১৯৩
১৫৪	আবু হুরাইরা/১৯৪
১৫৫	দরিদ্র সাহাবীর ত্যাগ/১৯৬

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
১৫৬	স্বাধীন হলো কৃতদাস/১৯৭
১৫৭	নির্যাতন থেকে কৃতদাসদের মুক্তি/১৯৮
১৫৮	যায়েদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া/১৯৯
১৫৯	মুআয়ের সবচেয়ে খুশির দিন/২০০
১৬০	মিসকীনের খুশি/২০১
১৬১	সালামা ও পাদ্রী/২০২
১৬২	নবীজীর ঘরে আনাস/২০৩
১৬৩	নবীজীর সেবায় আনাস/২০৫
১৬৪	সফরে নবীজীর সাথে আনাস/২০৬
১৬৫	আনাসের গোপন কথা/২০৭
১৬৬	জান্নাতে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি/২০৮
১৬৭	উমাইরের পাখি নুগাইর/২০৯
১৬৮	আনাসকে নবীজীর দুআ/২১০
১৬৯	ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাতের/২১১
১৭০	এটা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা/২১১
১৭১	প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র/২১৩
১৭২	কাঙ্ক্ষিত অনুমতি/২১৪
১৭৩	বদর-যুদ্ধ/২১৫
১৭৪	সাহস ও বীরত্বের নবী/২১৬
১৭৫	বদর-প্রান্তরে/২১৯
১৭৬	সাওয়াদ, সোজা হয়ে দাঁড়াও/২২০
১৭৭	মহান সেনাপতি রাসূলুল্লাহ/২২০
১৭৮	এক মুঠো বালুতে ছিন্নভিন/২২৩
১৭৯	নবীজীর প্রতিশ্রুতি পূরণ/২২৪
১৮০	বদরপ্রান্তর থেকে সালাম/২২৫
১৮১	ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ/২২৬
১৮২	যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর/২২৮
১৮৩	বন্দীদের বিস্ময়/২২৮
১৮৪	বন্দীদের মাঝে নবীজীর চাচা/২৩০
১৮৫	নবীজীর কাছে এক রাত/২৩১
১৮৬	ছোট্ট ছোট্ট সাহাবী/২৩২
১৮৭	যায়েদ, নবীজীর গোপন কথার/২৩৩
১৮৮	ক্ষমার নবী/২৩৫

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
১৮৯	চুক্তি ভঙ্গ/২৩৬
১৯০	জুমআর দিন/২৩৮
১৯১	মদীনায় খুশির হাওয়া/২৩৯
১৯২	গোশত-রুটি/২৪১
১৯৩	মদীনা-মুনাওয়ারায় ঈদ/২৪২
১৯৪	উম্মু সুলাইমের ইয়াতীম কন্যা/২৪৩
১৯৫	সম্পদের যাকাত/২৪৪
১৯৬	জান্নাতে সদাকার দরজা/২৪৫
১৯৭	দুই বন্ধুর খুশি/২৪৬
১৯৮	ফাতিমা রা. ও আলী রা./২৪৭
১৯৯	নবীজীর দুই নাতি/২৪৮
২০০	সৌভাগ্যবান দুটি শিশু/২৪৮
২০১	শিশুদের ভালোবাসা/২৪৯
২০২	প্রথমে সে পানি চেয়েছে/২৫০
২০৩	মায়ের কাছে যাও তোমরা/২৫১
২০৪	স্বর্ণের চেয়েও দামী উপদেশ/২৫২
২০৫	নবীজীর প্রতি উসামার/২৫৩
২০৬	হাসান-হুসাইনের সুন্দর চরিত্র/২৫৪
২০৭	আমি খাবার খাব না/২৫৪
২০৮	ছোট্ট ছোট্ট যোদ্ধা/২৫৫
২০৯	কষ্টকর অপেক্ষা/২৫৬
২১০	একজন ভালো মনের মানুষ/২৫৮
২১১	বিজয় পণ্ড/২৫৯
২১২	হামযা, একজন মহা নায়ক/২৬১
২১৩	খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে/২৬৩
২১৪	উহুদ-যুদ্ধের শহীদগণ/২৬৩
২১৫	নববী মুজিযায় উপহারের প্রতিদান/২৬৪
২১৬	খেজুরে বরকত/২৬৫
২১৭	ছোট্ট মেয়ে যাইনাব/২৬৭
২১৮	আযান নিয়ে কিশোরের বিদ্রুপ/২৬৭
২১৯	জারীর আল-বাজালী/২৬৮
২২০	প্রাণীও শ্রদ্ধা করত তাকে/২৬৯
২২১	অসুস্থ ছেলেটির খুশি/২৭০

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
২২২	উটের অভিযোগ/২৭১
২২৩	বনু নাযীরের ষড়যন্ত্র/২৭২
২২৪	একজন নারী ও বারোটি বকরী/২৭৪
২২৫	চড়ুইপাখির ছানা/২৭৪
২২৬	মদীনার পথে পথে বন্যা/২৭৫
২২৭	পরিপাটি যুবক/২৭৬
২২৮	দ্বিতীয় মায়ের জন্য জান্নাতের/২৭৭
২২৯	তিনি কারও ওপর বোঝা হতেন না/২৭৮
২৩০	বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করা/২৭৮
২৩১	আত্মীয়তার বন্ধন/২৭৯
২৩২	রসিকতা করেও কখনো মিথ্যা/২৮০
২৩৩	জামা/২৮০
২৩৪	রাগ দমন/২৮১
২৩৫	আমরা কত সৌভাগ্যবান/২৮২
২৩৬	তোমরা তাদের ভালোবাসো/২৮৩
২৩৭	নবীজী শিশুদের নিয়ে খেলেন/২৮৪
২৩৮	মদীনায় কুরাইশদের চিঠি/২৮৪
২৩৯	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না/২৮৫
২৪০	তোমার উট নিয়ে যাও তুমি/২৮৬
২৪১	কষাঘাতের মূল্য/২৮৭
২৪২	তোমরা আবু বকরকে কষ্ট দিও না/২৮৮
২৪৩	বিনয়ী নবী/২৮৯
২৪৪	আনসারদের উত্তম প্রতিদান দেন/২৯১
২৪৫	ভিক্ষার চেয়ে কাজ করা ভালো/২৯২
২৪৬	সবচেয়ে সুন্দর বাগান/২৯৩
২৪৭	উম্মু সালামাকে নবীজীর বিয়ে/২৯৫
২৪৮	মদীনা উন্মুক্ত নয়/২৯৬
২৪৯	পরিখা খনন/২৯৭
২৫০	নবীজীর হাতের বরকতময় খাবার/২৯৮
২৫১	পালাক্রমে নবীজীর পাহারা/৩০০
২৫২	আলী রা. ও আমর/৩০১
২৫৩	ঝড়ো হাওয়া/৩০২
২৫৪	সবচেয়ে প্রিয় আপনার চেহারা/৩০৪

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
২৫৫	হালাল উপার্জন/৩০৫
২৫৬	নিজের হাতের উপার্জন/৩০৬
২৫৭	বকরির গোশত/৩০৭
২৫৮	কাবার ভালোবাসা/৩০৮
২৫৯	মক্কায় প্রবেশ করবে না/৩০৯
২৬০	শুকনো কূপ থেকে উথলে উঠল পানি/৩১০
২৬১	উরওয়া সাকাফীর বিস্ময়/৩১১
২৬২	হুদাইবিয়ার শপথ/৩১২
২৬৩	হুদাইবিয়ার সন্ধি/৩১৩
২৬৪	রাষ্ট্রনায়কদের কাছে নবীজীর চিঠি/৩১৫
২৬৫	আবু সুফিয়ানের মেয়ে/৩১৬
২৬৬	রোম সম্রাটের কাছে চিঠি/৩১৮
২৬৭	হিরাক্লিয়াস ও দাগাতির/৩২০
২৬৮	মিশরের সম্রাটের কাছে চিঠি/৩২১
২৬৯	সিংহ পথ দেখাল সাহাবীকে/৩২২
২৭০	নবীজী চড়া দামের বিরোধিতা/৩২৩
২৭১	চমকপ্রদ আংটি/৩২৪
২৭২	সবচেয়ে উত্তম উপহার/৩২৫
২৭৩	প্রাণীর প্রতি দয়া/৩২৬
২৭৪	কোনো কল্যাণই থাকবে না/৩২৭
২৭৫	খাইবার নগরী ও সাত প্রাসাদ/৩২৮
২৭৬	খাইবার বিজয়/৩২৯
২৭৭	ইহুদী নারীর ফাঁদ/৩৩০
২৭৮	সামান্য পানি/৩৩১
২৭৯	সাফল্যের বছর/৩৩২
২৮০	নবীজীর উত্তম চরিত্র/৩৩৩
২৮১	উমামার খুশি/৩৩৪
২৮২	ইসলামের বসন্তকাল/৩৩৫
২৮৩	ভালোবাসা ও দয়ার নবী/৩৩৬
২৮৪	নির্ভিক সেনাপতি/৩৩৭
২৮৫	পিছু হটল দু-লক্ষ সৈন্য/৩৩৯
২৮৬	ইয়াতীমদের খুশি/৩৪০
২৮৭	বিরাট প্রস্তুতি/৩৪১

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
২৮৮	দশ হাজার যোদ্ধার বাহিনী/৩৪৩
২৮৯	দশ হাজার প্রদীপ/৩৪৪
২৯০	আবু সুফিয়ানের বিস্ময়/৩৪৫
২৯১	সবচেয়ে সুখের দিন/৩৪৭
২৯২	নবীজীর আন্তরিকতা/৩৪৮
২৯৩	মুশরিকদের ক্রোধ/৩৪৯
২৯৪	আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা/৩৫০
২৯৫	কালো হীরা/৩৫১
২৯৬	বিলাল রা.-এর আযান/৩৫২
২৯৭	কাবার চাবি/৩৫৩
২৯৮	নবীজীর ক্ষমা/৩৫৪
২৯৯	ইকরামার পলায়ন/৩৫৫
৩০০	মক্কা-মুকাররামায় শান্তি/৩৫৭
৩০১	মুশরিকরা খুঁজছে নবীজীকে/৩৫৮
৩০২	বাদশা নয়, নবী/৩৫৯
৩০৩	আবু বকর রা.-এর খুশি/৩৬০
৩০৪	যদি মুহাম্মাদের মেয়ে/৩৬১
৩০৫	হুনাইনের দিনগুলো/৩৬২
৩০৬	ইকরামার স্বীকারোক্তি/৩৬৩
৩০৭	দুধবোন/৩৬৪
৩০৮	যুদ্ধবন্দীদের আনন্দ/৩৬৫
৩০৯	সুরাকার উট/৩৬৬
৩১০	ভালোবাসার সূর্য/৩৬৭
৩১১	উটের পাল/৩৬৯
৩১২	কুরাইশদের বিস্ময়/৩৬৯
৩১৩	আনসারদের খুশি/৩৭০
৩১৪	নবীজীর চমৎকার আতিথেয়তা/৩৭২
৩১৫	সাফফানার আনন্দ/৩৭৩
৩১৬	সরলতার প্রতি নবীজীর/৩৭৪
৩১৭	ইসলামী শিষ্টাচার/৩৭৫
৩১৮	ভালো কাজে প্রতিযোগিতা/৩৭৬
৩১৯	রোমান সৈন্যদের অপমান/৩৭৭
৩২০	হারিয়ে গেল নবীজীর উষ্ট্রী/৩৭৮

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
৩২১	সামান্য খেজুর/৩৭৯
৩২২	ধৈর্যের ফল/৩৮০
৩২৩	নবীজীর মসজিদ/৩৮২
৩২৪	ছোট্ট ইবরাহীমের মৃত্যু/৩৮২
৩২৫	উপহার বিনিময় ও সন্তানদের মাঝে সমতা/৩৮৪
৩২৬	উদার নবী/৩৮৫
৩২৭	নবীজীকে চুমু দিতে চাইল যে লোকটি/৩৮৬
৩২৮	বাহ্যিক সৌন্দর্য/৩৮৬
৩২৯	দস্তরখানের আদব/৩৮৭
৩৩০	পরিচ্ছন্ন ও আতরমাখা জামা/৩৮৯
৩৩১	ফলমূলে বরকতের জন্য দুআ/৩৮৯
৩৩২	খাবারের আদব/৩৯০
৩৩৩	সকল মানুষের বন্ধু/৩৯১
৩৩৪	নবীজীর আমানতদারী/৩৯৩
৩৩৫	নবীজীকে দেখেনি/৩৯৪
৩৩৬	নবীজীর আদব/৩৯৫
৩৩৭	শিশুদের প্রতি নবীজীর ধৈর্য/৩৯৬
৩৩৮	কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না/৩৯৭
৩৩৯	নবীজীর প্রতিযোগিতা/৩৯৭
৩৪০	দুআ হেফাজত করে/৩৯৮
৩৪১	ধোঁকাবাজ আমাদের দলভুক্ত নয়/৩৯৯
৩৪২	মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায় যেসব কাজ/৪০০
৩৪৩	নবীজী নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা ভাবতেন না/৪০০
৩৪৪	মা-বাবার প্রতি সদাচরণ/৪০১
৩৪৫	এটাই প্রকৃত ভালোবাসা/৪০২
৩৪৬	উষ্ট্রীর বাচ্চা/৪০২
৩৪৭	কদাকার ব্যক্তির মূল্য/৪০৩
৩৪৮	বড়কে সম্মান করা/৪০৪

দিবস	বিষয়/পৃষ্ঠা
৩৪৯	ছোট্ট ইমাম আমর/৪০৪
৩৫০	এমনই হয় প্রকৃত ভালোবাসা/৪০৫
৩৫১	মেশকের মতো নবীজীর শরীরের ঘ্রাণ/৪০৬
৩৫২	সর্বোত্তম ঋণ পরিশোধকারী/৪০৮
৩৫৩	নবীজীকে হাসালো যে লোকটি/৪০৯
৩৫৪	রাগ অপছন্দ করতেন নবীজী/৪০৯
৩৫৫	ভালো আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার/৪১০
৩৫৬	আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ/৪১১
৩৫৭	পরিচ্ছন্নতার প্রতি নবীজী/৪১২
৩৫৮	স্বর্ণযুগ কিংবা সুখের কাল/৪১৩
৩৫৯	সর্বশেষ সফর/৪১৪
৩৬০	কাবার পথে/৪১৫
৩৬১	বিদায় হজ/৪১৬
৩৬২	নবীজীর অসুস্থতার শুরু/৪১৮
৩৬৩	সাইয়িদা ফাতিমার খুশি/৪১৯
৩৬৪	প্রিয় নবীজীর বিদায়/৪১৯
৩৬৫	নবীজীর মৃত্যুসংবাদ/৪২১

দিবস-১

তিনি আসবেন আমাদের পৃথিবীতে

অৎরপ সাজে সেজেছে পৃথিবী। ফুটেছে বাহারী ফুল। আকাশে উড়ছে বিচিত্র পাখি। প্রজাপতি এ ফুল থেকে ও ফুলে বসছে। ফলে ফলে ভরে গেছে গাছগুলো। গজিয়েছে অসংখ্য উদ্ভিদ ও তরুলতা। শিশুরা মেতেছে খেলাধুলায়। হাসি-আনন্দে। পথে-ঘাটে। অলিতে-গলিতে। কোলাহলে জনপদ মুখরিত। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর কলকল শব্দ। আনন্দে দুলছে প্রকৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ড শোভা-সৌন্দর্যের মালা পরেছে। তবুও লেগে আছে দুঃখ-কষ্ট মানুষের জীবনে। সবখানে মারামারি। কাটাকাটি। যুদ্ধ-বিগ্রহ।

মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেছে। যিনি তাদের এই সবকিছু দিয়েছেন—ভুলে গেছে তার ইবাদতের কথাও। তাকে বাদ দিয়ে অন্য অনেক জিনিসের উপাসনায় মন দিয়েছে। তারা উপাসনা করছে আগুনের। সূর্যের। গৃহপালিত পশুর। পূজা করতে শুরু করেছে মূর্তির। যেগুলো পাথর এবং কাঠ দিয়ে নিজেরাই তৈরি করেছে। অথচ এসব পাথর এবং কাঠ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। আগুন, সূর্য, গৃহপালিত পশু—এগুলো তাঁরই দান। তাই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই।

তখন সমাজের ধনীরা অত্যাচার করত গরিবদের। যুলুম করত। মানুষ কন্যাসন্তান পছন্দ করত না। অহংকার করত দরিদ্রদের ওপর। দুর্বল

অসহায়কে দেখত অবহেলার চোখে। করত না রোগীর সেবা। মোটকথা, সে সময় মানুষের ছিল না উপযুক্ত মর্যাদা। ছিল না সম্মান। মানুষ স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মানত না। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে গেল সুন্দর এই পৃথিবী। অসভ্য এই মানবগোষ্ঠীকে তার বুকে আগলে রাখা কঠিন হয়ে গেল। যাদের হৃদয়ে নেই মায়া-মমতা। নেই প্রেম-ভালোবাসা।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল। তারপর আরও অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করেছেন। দাওয়াত দিয়েছেন একাত্মবাদের প্রতি। মানুষকে সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। উৎসাহিত করেছেন সৎকাজে। সততার পথ অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন; কিন্তু মানুষ কিছুকাল পরপরই পথ হারিয়ে ফেলে। নবীদের আনিত আদেশ-নিষেধ থেকে দূরে সরে যায়। ডুবে যায় অন্ধকারে। শয়তান পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আগমনের পর কেটে গেছে ছয় শত বছর। নতুন নবী আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। যিনি এসে আবার টেনে ধরবেন যুলুম-নির্যাতনের লাগাম। বন্ধ করে দেবেন নিষ্ঠুরতার পথ। অচিরেই আসবেন তিনি। আসবেন শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে। ন্যায় ও ইনসাফের পতাকা হাতে। আলোকিত করবেন পুরো জগৎকে। তবে কখন আসবেন তিনি?

দিবস-২

কাবাশরীফ, পৃথিবীর রত্ন

মক্কা নগরীর সর্দার আবদুল মুত্তালিব। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর তিনি। কিছুদিন পর যিনি আমাদের নবীজীর দাদা হতে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড ভালোবাসেন কাবাঘরকে। নিজের সবকিছু উজাড় করে এর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কাবার অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। সেবা করেন। কারণ, এ কাবাঘরই তো পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতের স্থান। সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যা নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ। প্রথম নবী।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের আগমনের পর কেটে গেছে বহুকাল। কাবার দেওয়ালগুলো ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কাবাঘর পুনরায় নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। আর নির্দেশ দিলেন তারা যেন মানুষকে কাবাঘর যিয়ারত করতে আহবান জানান। তখন থেকেই মানুষ কাবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শুরু করে। হজব্রত পালন করে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর গড়িয়ে যায় আরও অনেক সময়। মানুষ ভুলে যায় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মের কথা। ভুলে যায় তার আদর্শ। মানুষ মূর্তির পূজোয় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই বলে কাবাঘর থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয় না। কাবার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তখনো থাকে অমলিন।

পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসে মক্কা নগরীতে। উট, ঘোড়া ও গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে তারা। আসে উঁচু পাহাড়, উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর, গহীন বন-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে। কাবাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। কাবাকে কেন্দ্র করে মক্কা নগরীতে মানুষের এই সমাগম অনেকেরই হিংসার কারণ হয়। বিরক্ত হয় কাবার প্রতি। ইয়ামানের বাদশা আবরাহা তাদের একজন; বরং তার বিরক্তিই ছিল সবচেয়ে বেশি।

আবরাহা কাবার ইবাদত থেকে মানুষকে ফেরাতে ইচ্ছে করল। তাই তার দেশ ইয়ামানে তৈরি করল বিশাল এক ইবাদতখানা। স্বর্ণ দিয়ে আস্তর করল সেটির। এরপর সে কী করল জানো? মানুষকে সেখানে ইবাদত করার আহ্বান জানাতে থাকল। তার ইচ্ছে ছিল, সেটিকে কাবার মতো সম্মানিত ইবাদতের জায়গায় পরিণত করবে। যাতে একসময় মানুষের হৃদয় থেকে কাবার প্রতি আর আলাদা সমীহ না থাকে। ওখানে আর ভিড় না জমায়। মানুষ যেন তার এ নবনির্মিত ইবাদতখানায় ছুটে আসে।

একটি দীর্ঘ সময় কেটে গেল। আবরাহার নির্মাণ করা ইবাদতখানায় খুব বেশি মানুষ জড়ো হলো না। রাগে মাথায় রক্ত ওঠে গেল তার। সিদ্ধান্ত নিল মক্কার কাবাঘর ধ্বংস করে দেবে। শুরু হলো প্রস্তুতি।

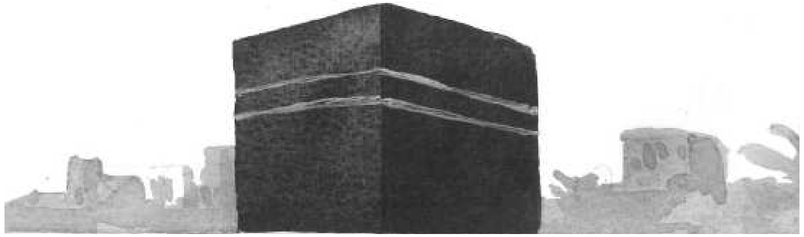

দিবস-৩

কাবার মালিক

কাবাঘর ধ্বংসের জন্য আবরাহা প্রস্তুত করল বিরাট এক বাহিনী। তারপর একদিন প্রভাতে যাত্রা শুরু করল মক্কা অভিমুখে। আবরাহার বাহিনীতে ছিল বিশাল বিশাল হাতি। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে সে এগুলো সংগ্রহ করেছে। মক্কার কুরাইশরা যেগুলো কখনো চোখেও দেখেনি।

আবরাহা হাতিগুলোকে সজ্জিত করল রঙিন কাপড় দিয়ে। তার হাতিগুলোর মধ্যে যে হাতিটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বড় সেটির নাম দিল মাহমুদ। বাহিনীর সামনে সামনে চলতে শুরু করল মাহমুদ। মাহমুদের প্রতি পদক্ষেপে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আবরাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মাহমুদের শুঁড়ের এক আঘাতেই কাবাঘর ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছল আবরাহার বাহিনী। একদল সৈন্য কুরাইশদের দু'শ উট লুট করে নিল। উটগুলো ছিল কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের। আবরাহা কাবার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়াল, যেখান থেকে কাবাঘরটিকে দেখাচ্ছিল একটি হীরার মতো। শহরে প্রবেশের পূর্বে সে নগরপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। তাই ডেকে পাঠায় কুরাইশ সর্দার আবদুল মুত্তালিবকে। তাকে সে বলে, আমি কাবাঘর ধ্বংস করতে এসেছি, এতটুকুই শুনে রাখো। কেউ যদি আমাদের প্রতিরোধ করতে না আসে, তবে এক ফোঁটা রক্তও ঝরবে না কারও। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, তোমার বক্তব্য কী?